মেহেরপুরের কালীগাংনীতে ঘরের তালা ভেঙে টাকা চুরি

মেহেরপুর সদর উপজেলার কালীগাংনী গ্রামে দিনে-দুপুরে ঘরের তালা ভেঙে সেলিম রেজা নামের এক কৃষকের টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় টাকা চুরির সঙ্গে জড়িত সন্দেহে স্থানীয়রা রুমেল নামের এক যুবককে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন।

তবে টাকা চুরির ঘটনার সত্যতা স্বীকার করলেও ওই যুবককে ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। গতকাল রোববার দুপুরে এ ঘটনা ঘটে।

কালীগাংনী মধ্যপাড়ার বাসিন্দা সেলিম রেজা জানান, কালীগাংনী গ্রামের ইকরামুলের ছেলে রুমেল, জুল্লুর ছেলে জুয়েল এবং শ্যামপুর গ্রামের আসাদুলের ছেলে আসিফ তার অনুপস্থিতিতে ঘরে প্রবেশ করে ড্রয়ারের তালা ভেঙে ৮০ হাজার টাকা নিয়ে যায়। তালা ভেঙে টাকা চুরির ঘটনা এক শিশু দেখে সেলিম রেজাকে জানায়। পরে স্থানীয়রা রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করলে সে চুরির ঘটনা স্বীকার করে এবং ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যদের নাম প্রকাশ করে।

স্থানীয়রা সদর উপজেলার বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্প ইনচার্জকে বিষয়টি অবহিত করলে ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলী ঘটনাস্থলে এসে রুমেলকে ক্যাম্পে নিয়ে যান।

টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করলেও রুমেলকে আদালতে সোপর্দ না করে ছেড়ে দেওয়ায় হতাশা প্রকাশ করেছেন ভুক্তভোগী সেলিম রেজা ও স্থানীয়রা। এদিকে রুমেলকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদের একটি ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। ওই ভিডিওতে গ্রাম্য মাতবরদের সামনে তাকে টাকা চুরির বিষয়টি স্বীকার করতে শোনা যায়।

এ বিষয়ে বৈকুণ্ঠপুর পুলিশ ক্যাম্পের এসআই হোসেন আলীর সঙ্গে মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে না পেরে বেদারুল ইসলাম নামের এক সহকারী অধ্যাপকের বিরুদ্ধে কলেজের অধ্যক্ষেরব কক্ষে তালা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে অধ্যক্ষর মূল ফটোকে তালা দেওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম তালা খুলে দেন। তালা দেয়াকে কেন্দ্র করে কলেজে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ আমিরুল ইসলাম বলেন, সকালে কলেজে গিয়ে কার্যালয়ের সামনে তালা ঝুলতে দেখতে পাই পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসার সহ শিক্ষকবৃন্দকে অবগত করি। পরে কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা কলেজে আসার পর তালা খুলে দেওয়া হয়।

গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের অভিভাবক সদস্য সাবেক কাউন্সিলর শাহিদুল ইসলাম জানান, আমরা জানতে পেরেছি সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হতে চেয়েছিলেন সেটি না পেরে তিনি কলেজে তালা দিয়েছেন।

সহকারী অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম জানিয়েছেন তিনি তালা খুলে দিয়েছেন চাবি কোথায় পাইলেন জানতে চাইলে তিনি এ ব্যাপারে কথা বলতে রাজি হননি।

সহকারী অধ্যাপক বেদরুল ইসলাম তালা দেয়ার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মোঃ: আনোয়ার হোসেন বলেন তালা মারার বিষয়টি শুনেছি বিষয়টি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। তবে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হয় এহেন কোন কর্মকান্ডের জড়িত থাকলে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

মহিলা ডিগ্রী কলেজ পরিচালনা পর্ষদের সদস্যরা জানান, গত ৩০শে ডিসেম্বর অধ্যক্ষ খোরশেদ আলম অবসরে যান।

এর আগে কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহকারী অধ্যাপক আমিরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিষয়টি মানতে না পেরে সহকারী অধ্যাপক বেদারুল ইসলাম কলেজে তালা দিয়েছেন।

মেহেরপুরে ৩০৮ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তালা, হয়নি বার্ষিক পরীক্ষা

মেহেরপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে তালা লাগিয়ে বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে আন্দোলনরত শিক্ষকরা। দশম গ্রেডে বেতনসহ তিন দফা দাবিতে সহকারী শিক্ষকরা ‘কমপ্লিট শাটডাউন’ কর্মসূচি ঘোষণা করে মঙ্গলবার (৩ ডিসেম্বর) সকাল থেকে তারা জেলার ৩০৮টি বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেন।

বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস ও বার্ষিক পরীক্ষা চললেও শিক্ষকদের এ কর্মসূচির কারণে সেটি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এতে শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়ে এবং শিক্ষার্থী–অভিভাবকদের মধ্যে চরম ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

সকাল থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে দেখা যায়, ক্লাস শুরুর আগে সহকারী শিক্ষকরা মূল ফটক, অফিসকক্ষ ও শ্রেণিকক্ষে একে তালা লাগিয়ে দেন। ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে বিদ্যালয়ে এলেও তাদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখেন আন্দোলনরত শিক্ষকরা। পরে শিক্ষকরা জানিয়ে দেন পরীক্ষা হবে না। বাড়ি ফিরে যেতে হবে। বাধ্য হয়ে শিক্ষার্থীরা হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যায়।

মেহেরপুর গাংনী উপজেলার অভিভাবক আরিফুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, ‘দাবি-দাওয়ার নামে শিক্ষকদের হঠাৎ কর্মবিরতি পুরোপুরি শিক্ষার্থীদের ‘জিম্মি’ করে ফেলেছে। বার্ষিক পরীক্ষা বন্ধ হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। বছরের সমাপনী পরীক্ষা বন্ধ থাকায় তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তারা অনিশ্চয়তায় ভুগছেন।

আন্দোলনরত সহকারী শিক্ষক মহসিন আলী জানান, সরকারের পূর্ব ঘোষিত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিন দফা দাবি বাস্তবায়নে কোনো অগ্রগতি না থাকায় তারা বাধ্য হয়ে কঠোর কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। তাদের দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছে, দশম গ্রেডে বেতন প্রদান, পদোন্নতি কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং সহকারী শিক্ষকদের ওপর আরোপিত অতিরিক্ত দায়িত্ব কমানো।

এদিকে বিদ্যালয় পরিচালনার দায়িত্বে থাকা প্রধান শিক্ষকরা পড়েছেন সবচেয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে।

মেহেরপুরের গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা জানান, ‘গত দুদিন অভিভাবকদের সহায়তায় আমরা পরীক্ষা নেওয়ার চেষ্টা করেছি। সহকারী শিক্ষকরা দায়িত্বে না থাকায় নৈশ প্রহরীকেও সাহায্য করতে হয়েছে। কিন্তু আজ ক্লাসরুমে তালা লাগিয়ে দেওয়ায় আমরা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়েছি।’

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা এসএম জয়নুল ইসলাম বলেন, ‘বিদ্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার মতো ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের ক্ষতি যেন না হয়, সেদিকে নজর রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

কোটচাঁদপুরে ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালংকার চুরি

প্রকাশ্য দিনের বেলা ঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা ও স্বর্ণালোকার নিয়ে গেছে চোরেরা। আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে কোটচাঁদপুর বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন আব্দুল কাদের মন্টু মিয়ার বাড়ির নিচ তলায়।

ভুক্তভোগী শিক্ষক ইসমত আরা বলেন,আমরা বাড়িতে মূলত তিন জন বসবাস করি। এর মধ্যে আমি কোটচাঁদপুর মহিলা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করি, মেয়ে বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করেন। আর মেয়ের আব্বা প্রায় সময় বাড়িতেই থাকেন।

তিনি বলেন, আজ বৃহস্পতিবার সকালে আমি ও আমার মেয়ে স্কুলে চলে যায়। আর ওনি যান কোটচাঁদপুর মেইনবাসস্টে আত্মীয়ের বাসায় আম পাঠাতে। এরপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখত পান বাড়ির সব কাপড় চোপড় এলোমেলো, আলমারি, শোকেশ ও ঘরের দরজার তালা ভাঙ্গা। এ সব দেখে ওনি আমাকে মোবাইল করেন। তবে আমি ব্যস্ত ধাকায় মোবাইল রিসিভ না করায় আমার স্বামী মাদ্রাসা চলে যান। এরপর জানান এ ঘটনা। পরে আমি বাড়িতে এসে দেখতে পায় সব কিছু এলোমেলো।

তিনি আরো বলেন, চোরেরা ঘর থেকে নগদ ৬০ হাজার টাকা ও ৭ ভরি মত স্বর্ণালোংকার নিয়ে যান। এতে করে ১০/১২ লাখ টাকার ক্ষতি সাধিত হয়েছে বলে দাবি করেছেন তিনি।

কোটচাঁদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কবির হোসেন মাতুব্বর বলেন,খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক এসআই মাসুম বিল্লাহ কে পাঠিয়ে ছিলাম। তিনি জানিয়েছেন ঘরের তালা চাবি দিয়ে খুলে এ চুরি সংগঠিত হয়েছে। একটা তালাও ভাঙ্গা হয়নি।

তিনি বলেন, মাসুম বিল্লাহ ঘটনাটি তদন্ত করছেন। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা সম্ভব হবে। এ ছাড়া ভুক্তভোগীরা থানায় অভিযোগ দিলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

গাংনী উপজেলা পরিষদ কার্যালয়ে তালা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুসহ বিএনপি নেতা কর্মীরা। আজ বুধবার দুপুরে কার্যালয়ে তালা লাগানোর এ ঘটনা ঘটে।

আসাদুজ্জামান বাবলু জানান,দীর্ঘদিন যাবৎ অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান কার্যালয় পরিচালনা করে আসছেন উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক। সরকারের টাকায় কাজ বাস্তবায়ন না করে সরকারি টাকা আত্মসাৎ

করেছেন। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের সময় ছাত্রদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন এবং আন্দোলনে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীদের আত্মীয় স্বজনদের নানাভাবে হুমকি দিয়েছেন।

শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যাওয়ায়র পরও আবার ১৫ আগস্ট পালনের জন্য আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের উজ্জীবিত করছেন এবং উপজেলা পরিষদের চেয়ারে বসে দলীয় কাজ পরিচালনা করছেন। যা জনগনের কাম্য না।

এসময় বিএনপির নেতাকর্মীরা অভিযোগ করে বলেন, আওয়ামী লীগের সরকারের সময় বিএনপি নেতা কর্মিদের নামে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছেনএম এ খালেক।

মিথ্যা মামলায় জর্জরিত অত্যাচারিত নির্যাচিত, নিপিড়ীত বিএনপি, ছাত্রদল যুবদল কৃষকদলের নেতা কর্মীরা অনিয়মের প্রতিবাদে কার্যালয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে বলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন আসাদুজ্জামান বাবলু ।

এ সময় জেলা যুব দলের সভাপতি মাহাবুব,,৪ নং ওয়া্রড বিএনপির সভাপতি এনামুল হকসহ বিএনপির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মী সমর্থকরা উপস্থিত ছিলেন।

উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান এমএ খালেক বলেন, আমি অফিসে ছিলাম না। বর্তমান সরকার সরকারি সব অফিসের কার্যক্রম সাভাবিক ভাবে চালানোর জন্য বলেছেন। সে জন্য অফিস খোলা ছিল। পরে বিএনপির নেতাকর্মীরা অফিস খুলতে নিষেধ করে গেছেন। এতে জনগনের সেবা বিগ্নীত হবে। তিনি আরও বলেন ১৫ আগস্ট পালনে বাধা ও ভীতি প্রদর্শনের জন্যই বিএনপির লোকজন অফিসে তালা ঝুলিয়েছেন।